



আহলান এ্যাগ্রো

Ahlan Agro Investment Window

হালাল / নিরাপদ / লাভজনক (ইনশাআল্লাহ)

মুশারাকা বিনিয়োগ প্রস্তাবনা

Musharaka Investment Proposal — হালনাগাদকৃত সংস্করণ (২০২৬-২৭)



এই সংস্করণে যুক্ত হয়েছে: কুরবানি ২০২৬-এর প্রকৃত ফলাফল ও কুরবানি প্রকল্প ২০২৭-এর প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা
প্রস্তুতকারী: সাগর হাসনাত, প্রতিষ্ঠাতা, আহলান এ্যাগ্রো · সংস্করণ তারিখ: সেপ্টেম্বর, ২০২৬



১। সংখ্যাতত্ত্ব

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে বছরে ১ কোটি ৪ লক্ষ ৮ হাজার ৯১৮টি গবাদিপশু কুরবানি হয়, যার মধ্যে প্রায় ৪৭ লক্ষ গরু। ঢাকা বিভাগে মোট ২৫ লক্ষ পশু কুরবানি হয়, যার মধ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ গরু — এককভাবে ঢাকা শহরেই প্রায় ৪ লক্ষ গরু। প্রতিটি গরুর গড় মূল্য ১ লক্ষ টাকা ধরা হলে শুধু কুরবানির ঈদে সারাদেশে গরুর বাজার প্রায় ৪.৭ লক্ষ কোটি টাকা এবং ঢাকা শহরে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। সারাবছর মাংস বিবেচনায় নিলে সারাদেশে এই বাজার প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকা এবং ঢাকা শহরে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা।

আহলান এ্যাগ্রো ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ — এই তিন অর্থবছরে গড়ে প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা করে, মোট প্রায় পাঁচ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এই ধারা অব্যাহত রেখে কুরবানি মৌসুমেই প্রায় ১.৬৯ কোটি টাকা রেভিনিউ অর্জিত হয়েছে (বিস্তারিত ধারা ৬-এ)। উচ্চ সম্ভাবনার এই বাজারে আহলান এ্যাগ্রো তার ব্যবসায়িক ভিত্তি ক্রমাগত মজবুত করে চলেছে।

২। ভূমিকা

গরু লালন-পালন ও গরুর ব্যবসা বাংলাদেশের অনেক পুরনো একটি ব্যবসা। গরুর মাংস ও দুধ সারাবছর মানুষের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে এবং ঈদুল আযহাকে কেন্দ্র করে দেশের পশুবাজারের একটি বড় অংশ আবর্তিত হয়। প্রচলিত ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফালোভী মানসিকতা এই খাতকেও বিপর্যস্ত করেছে — বিশেষত কুরবানির আগে গরুতে গ্রোথ হরমোন ও অনিয়ন্ত্রিত এন্টিবায়োটিক প্রয়োগের প্রবণতা, যা পশু ও মানবদেহ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর।

গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড ও এন্টিবায়োটিকমুক্ত, নিরোগ, দেশাল ষাড় গরু সরবরাহের উদ্দেশ্যে ২০২১ সালে আহলান এ্যাগ্রোর যাত্রা শুরু হয়। যাত্রা শুরুর পর থেকে ২০২১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত — টানা ছয়টি কুরবানির ঈদে অত্যন্ত সফলভাবে ও প্রশংসার সাথে আহলান গরু সরবরাহ করেছে। শুরুর বছরে শুধু লাইভ গরু থাকলেও পরবর্তীতে কশাই সার্ভিস, ভাগা সার্ভিস, খাশি ও হোম ডেলিভারি সার্ভিস যুক্ত হয়েছে। ২০২৩ সাল থেকে চালু হয়েছে আকিকা ও সাদাকাহ সার্ভিস। ২০২৫ সাল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে ডেইরি ইউনিট, যা ঢাকায় দুধের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে ক্রমশ শক্তিশালী করা হচ্ছে।

উচ্চ সম্ভাবনার আহলান এ্যাগ্রোর স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ ও ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সংস্থানের জন্য আহলান এ্যাগ্রো দীর্ঘমেয়াদি মুশারাকা বা মালিকানা শেয়ার আহ্বান করছে।

৩। প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ও ফাউন্ডার

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

আহলান দেশের অনলাইন বিজনেস কমিউনিটির একটি পরিচিত নাম। ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করে আহলান আজ পর্যন্ত সততা, ন্যায্যনিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে বিশুদ্ধ খাবার সরবরাহের ব্যবসার সাথে যুক্ত। দীর্ঘ পথচলায় আহলান অর্জন করেছে গ্রাহকদের আস্থা ও ভালোবাসা — নগদ লাভের চেয়ে সকলের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি সফলতা অর্জনই আহলানের লক্ষ্য।

ফাউন্ডার

আহলান গ্র্যাগ্রো একটি সোল প্রোপ্রাইটরশিপ প্রতিষ্ঠান, যার যাত্রা শুরু হয় সাগর হাসনাতে হাত ধরে। আইবিএ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ ও এমবিএ সম্পন্ন করে তিনি দীর্ঘদিন একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকারি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথম শ্রেণীর সরকারি চাকরি ছেড়ে বর্তমানে তিনি পুরো সময় আহলানকে গড়ে তোলার পেছনে ব্যয় করছেন।



৪। পণ্য, সেবা ও বিক্রয় চ্যানেল

আমাদের অভিজ্ঞতায় গরুর ব্যবসায় সফল হতে তিনটি বিষয় অপরিহার্য: বছরব্যাপী নিয়মিত ক্যাশফ্লো, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মজবুত কাস্টমার ভিত্তি। বর্তমানে আহলান গ্র্যাগ্রোতে পাঁচ ধরনের পণ্য ও সেবা রয়েছে:

- কুরবানি সেবা — লাইভ গরু, ছাগল, কশাই সার্ভিস, ভাগা সার্ভিস ও হোম ডেলিভারি
- বছরব্যাপী মাংস — নিজস্ব খামারে লালিত প্রাকৃতিক খাবারে বেড়ে ওঠা দেশাল গরুর মাংস
- দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য — সাম্প্রতিক সময়ে চালু হওয়া ডেইরি ইউনিট
- আকিকা ও সাদাকাহ সেবা
- বছরব্যাপী কশাই সেবা

বিক্রয় চ্যানেল: আহলান প্রোডাক্টস (সহস্রাধিক নিয়মিত ক্লায়েন্ট), বিফওয়াল (রান্না করা মাংসের রেস্টোরাঁ, একাধিক শাখা), স্পট সেলস, কর্পোরেট সেলস (খাসফুড, রকমারি ফুড, আসল ফুড, ইনসারফসহ একাধিক প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ, ফাইভ স্টার হোটেলে স্টেক সরবরাহের সুযোগ), আকিকা ও সাদাকাহ সার্ভিস এবং নির্মাণাধীন গ্র্যাগ্রো রিসোর্ট — ফলে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাইরের কারো উপর নির্ভর করতে হয় না।



৫। এক নজরে ছয় বছরের ব্যবসায়িক গ্রোথ

যেহেতু আহলান গ্র্যাগ্রো একটি ফ্যাটেনিং বা ষাড় গরুর খামার, তাই আহলান গ্র্যাগ্রোর রেভিনিউর মূল অংশই আসে কুরবানি থেকে। ২০২১ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত টানা ছয় বছরে আহলান গ্র্যাগ্রোর ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিক থেকেছে — ২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত তিন বছরে গড়ে ১.৩০ কোটি টাকা এবং ২০২৫-২৬ সালে কুরবানি মৌসুমেই ১.৬৯ কোটি টাকা রেভিনিউ অর্জিত হয়েছে।



৬। কুরবানি ২০২৬: প্রকৃত ফলাফল

আলহামদুলিল্লাহ, আহলান গ্র্যাগ্রো একটি সফল কুরবানি সিজেন ২০২৬ সম্পন্ন করেছে। ঈদের দিন মাত্র সাত ঘণ্টায় ৪০টি গরুর স্লটারিং সেবা এবং ৩১টি খাশি স্লটারিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

বিবরণ	পরিমাণ
মোট গরু বিক্রয় (আন্ত + ভাগা)	১১৯ টি (আন্ত ১০৪ + ভাগা ১৫)

বিবরণ	পরিমাণ
ছাগল বিক্রয়	৬১ টি
মোট রেভিনিউ	১,৬৮,৬২,৪৬৩ টাকা
মোট খরচ	১,৫৩,০৭,৪৬০ টাকা
নেট প্রফিট	১৭,১৭,০০৩ টাকা
ROI (বাৎসরিক)	২৪%

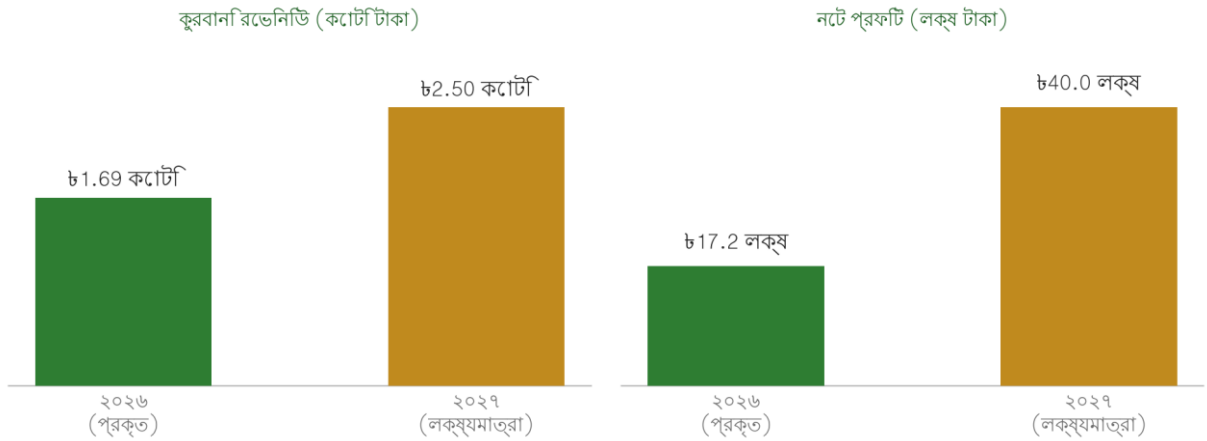
লক্ষণীয় যে, অর্জিত ২৪% ROI-এর মধ্যে বিনিয়োগকারীদের চুক্তিবদ্ধ অংশ ছিল ১৩.২%। আহলান গ্র্যাণ্ডো তার নিজস্ব প্রাপ্য অংশ থেকে অতিরিক্ত ৪.৮% ত্যাগ স্বীকার করে বিনিয়োগকারীদের নেট ১৮% ROI প্রদান করেছে — যা বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহলান গ্র্যাণ্ডোর দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক ও আস্থার প্রতিফলন।



৭। কুরবানি প্রকল্প ২০২৭: প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা

২০২৬ সালের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আহলান এ্যাগ্রো কুরবানি প্রকল্প ২০২৭-এর জন্য মুদারাবা উপ-কাঠামোর আওতায় (মেয়াদ: ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ — ৩১ আগস্ট, ২০২৭, ১২ মাস) নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে:

আইটেম	লক্ষ্যমাত্রা
মোট গরু	২০০ টি
মোট ছাগল	১০০ টি
গরু ভাগা (শরীকানা)	২০ টি
কশাই সার্ভিস (গরু)	৩০ টি
প্রত্যাশিত মোট রেভিনিউ	২.৫ কোটি টাকা
প্রত্যাশিত নেট প্রফিট	৪০ লক্ষ টাকা
বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশিত ROI	১৮%



উল্লেখ্য: এই লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন মাত্র; প্রকৃত ফলাফল বাজার পরিস্থিতি, পশুর স্বাস্থ্য ও চাহিদার উপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে।



৮। আহলান এ্যাগ্রোর শক্তিশালী দিক

- ঢাকার বসিলায় প্রায় ১০ কাঠা লিজকৃত জমিতে একসাথে প্রায় ১২০টি গরু লালন-পালনের অবকাঠামো ও সক্ষমতা
- ১০০-১২০টি গরু একসাথে লালন-পালনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, সাহস ও প্রশিক্ষিত জনবল
- রংপুরে ছাগল লালন-পালনের জন্য পৃথক সেট-আপ ও নীলফামারীতে নিজস্ব গরুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা
- নিজস্ব দক্ষ কশাই টিম, যা সময়, শ্রম, অর্থ ও মাংস চুরি রোধে কার্যকর

- লিন স্ট্রাকচার অনুসরণ করে স্বল্প খরচে পরিচালনা এবং ডাইভার্সিফাইড ব্যবসার মাধ্যমে ফিক্সড খরচ হ্রাস
- দিনাজপুর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, গাবতলী ও গাজীপুরের গুরু ব্যাপারীদের সাথে দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ সম্পর্ক
- প্রায় ১৩০০+ নিয়মিত ও লয়্যাল বিহসি কাস্টমার ভিত্তি
- টানা ছয় বছরের কুরবানি সরবরাহে কোনো বড় ধরনের ক্ষতির রেকর্ড নেই, আলহামদুলিল্লাহ
- নিজস্ব আউটলেট, ডেলিভারি চ্যানেল, ওয়েবসাইট, অ্যাপ, কল সেন্টার ও ফেসবুক পেজসহ শক্তিশালী ব্র্যান্ড অ্যাসেট

৯। অন্যান্য আয়ের উৎস (সংক্ষেপে)

কুরবানি ছাড়াও আহলান গ্র্যাগোর অন্যান্য পরিকল্পিত আয়ের উৎস — বছরব্যাপী মাংস বিক্রয়, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, গ্র্যাগো ট্যুরিজম এবং আকিকা ও সাদাকাহ সার্ভিস। এই খাতগুলোর পরিকল্পনা অপরিবর্তিত রয়েছে (মূল প্রস্তাবনা অনুযায়ী); কুরবানি খাতের হালনাগাদ তথ্য উপরে ধারা ৬ ও ৭-এ যুক্ত করা হয়েছে:

খাত	আনুমানিক আয়	আনুমানিক মুনাফা
কুরবানি খাত (২০২৭ লক্ষ্যমাত্রা)	২,৫০,০০,০০০	৪০,০০,০০০
মাংস বিক্রয়	৪২,০০,০০০	৫,০০,০০০
দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য	২২,০০,০০০	৫,০০,০০০
গ্র্যাগো ট্যুরিজম	২৪,০০,০০০	৮,০০,০০০
আকিকা ও সাদাকাহ সার্ভিস	১৫,০০,০০০	২,০০,০০০

১০। আগামী পাঁচ বছরে আহলান গ্র্যাগোর লক্ষ্যমাত্রা

লক্ষ্য	বিবরণ
রেভিনিউ গোল	আগামী পাঁচ বছরে বাৎসরিক রেভিনিউ ১০ কোটি টাকা
প্রফিট গোল	আগামী পাঁচ বছরে বাৎসরিক ৩ কোটি টাকা নেট প্রফিট
গ্র্যাগো গোল	জমি, শেড, রিসোর্ট, গরু, মেশিনারিজ ও ব্র্যান্ডভ্যালুসহ ১০০ কোটি টাকা ভ্যালুয়েশন

১১। মুশারাকা বিনিয়োগ কাঠামো

বিগত দুই বছর ধরে আহলান গ্র্যাগো বাৎসরিক ১.২ কোটি টাকা রেভিনিউ অর্জন করেছে। সেলস-ভিত্তিক ভ্যালুয়েশন পদ্ধতিতে (ইয়ারলি রেভিনিউয়ের দশগুণ) আহলান গ্র্যাগোর ভ্যালুয়েশন দাঁড়ায় প্রায় ১০ কোটি টাকা।

আহলান এ্যাগ্রো প্রতিটি শেয়ারমূল্য ১ লক্ষ টাকা করে মোট ১,০০০টি মালিকানা শেয়ার বাজারে ছাড়ছে, যার ৪৯% অর্থাৎ ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রি করা হবে; ৫১% শেয়ার ফাউন্ডারের নিজস্ব মালিকানায় থাকবে। প্রতিটি ১ লক্ষ টাকার শেয়ারের বিপরীতে বিনিয়োগকারী ২৫৫ অযুতাংশ (০.০২৫৫ শতক / ১১.১১ বর্গফুট) জমির মালিকানা পাবেন।

উত্তোলিত অর্থের ব্যবহার	পরিমাণ
জমি ক্রয়	১.৫ কোটি টাকা
স্থাপনা নির্মাণ	৫০ লক্ষ টাকা
অপারেশনাল খরচ	৩ কোটি টাকা

১২। মালিকানা শেয়ার কিনলে বিনিয়োগকারীদের লাভ

- ইনিশিয়াল সেট-আপ ও কাস্টমার একুইজিশন পর্যায় অতিক্রম করে আহলান এ্যাগ্রো এখন প্রোফিটের মাইলস্টোন অর্জন করেছে — বাৎসরিক লভ্যাংশ প্রাপ্তির সুযোগ
- এ্যাগ্রোর নামে জমির মালিকানা থাকায় জমির ভ্যালুয়েশন আগামী পাঁচ বছরে বহুগুণ বাড়ার সম্ভাবনা
- কুরবানির গরু, মাংস, দুধ, দুগ্ধজাত পণ্য ও এ্যাগ্রো টুরিজমে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট
- কৃষির সাথে যুক্ত থেকে সময় প্রদানের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি লাভের সুযোগ

১৩। বিনিয়োগের পরিমাণ

আহলান ৪৯০টি শেয়ার ছাড়তে যাচ্ছে, প্রতিটির মূল্যমান ১ লক্ষ টাকা। ন্যূনতম ১টি শেয়ার থেকে শুরু করে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ৪৯০টি শেয়ার ক্রয়ের সুযোগ রয়েছে। ৩০টি শেয়ার ক্রয় করলে পরিচালনা পর্ষদে স্থান পাওয়া যাবে।



১৪। বিনিয়োগের নিরাপত্তা

- ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প উভয় পক্ষের মধ্যে প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে
- ছয় মাস/এক বছরের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের জমির রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে
- বিনিয়োগকৃত অর্থের একটি ব্যাংক চেক প্রদান করা হবে — ডিজঅনার হলে প্রচলিত আইনে মামলার সুযোগ থাকে
- আহলানের দীর্ঘদিনের অর্জিত ব্র্যান্ডভ্যালু যা কোনো আর্থিক অনিয়মে ক্ষুণ্ণ হোক তা প্রতিষ্ঠান কখনোই চাইবে না
- পুরো বিনিয়োগ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠাতা সাগর হাসনাতের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়



১৫। জমির পরিমাণ ও বিস্তারিত

আহলান এ্যাগ্রো প্রাথমিকভাবে ঢাকার কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া বাজারের নিকট সিরাজনগরে ধলেশ্বরী নদীর তীরে ২৫.৫ শতক জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নদীতীরের নয়নাভিরাম দৃশ্যের পাশাপাশি এটি এ্যাগ্রো করার জন্য উপযুক্ত স্থান — কায়াকিং, রিভার ক্রসিং সহ এ্যাগ্রো ট্যুরিজম, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, অর্গানিক সবজি চাষ ও ঘাস চাষের সুযোগ। ২৫.৫ শতক জমিতে ১,০০০টি সমান ব্লক করা হয়েছে — একটি শেয়ারের বিপরীতে একটি ব্লকের মালিকানা প্রদান করা হবে।

লেনদেনের ভলিউম ও কানেকশনের কারণে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে আহলান সহজেই বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু সুদের মতো গুরুতর গুনাহ থেকে বাঁচতে আহলান ইসলামিক বিনিয়োগ পদ্ধতিতেই বিনিয়োগ গ্রহণ করে থাকে।

১৬। সমাপনী কথা

"আহলান এ্যাগ্রো" শুধু মুনাফা অর্জনের কোনো প্রকল্প নয়, বরং এই প্রকল্পের মাধ্যমে মুনাফার পাশাপাশি সমাজে যেন ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটে সেটাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ যেন এই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম করেন এবং আহলান এ্যাগ্রোতে বারাকাহ দান করেন। আমিন।

সাগর হাসনাত, প্রতিষ্ঠাতা, আহলান এ্যাগ্রো

LinkedIn: [linkedin.com/in/sagor-hasnath-84a544139](https://www.linkedin.com/in/sagor-hasnath-84a544139)